অতিথির স্মৃতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি অনবদ্য নাম। এসো প্রথমে তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নিই। তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছিলেন। এরপর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯০৫ সালে বার্মা রেলের পরীক্ষকের অফিসে কেরানির চাকরি দিয়ে। এরপর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি অনেক উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং কিছুটা পরিমার্জিত করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েক দিনের পরিচয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কই এ গল্পের প্রতিপাদ্য। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয়, তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এই গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই প্রকাশ করা হয়েছে।

মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট প্রত্যেকটি জীবেরই মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা, - স্নেহ মমত্ববোধ তথা ভালো ব্যবহার পাবার অধিকার রয়েছে। অবলা জীব বলেই কোন প্রাণীকে দূরে ঠেলে দিয়ে ভালো ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। কারণ, মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে জ্ঞান ও বিবেক দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্ট জীবসমূহকে সঠিকভাবে যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রত্যেক ধর্মই জীব প্রেমকে পুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। জীব জগতের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তাই গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখ মোচন, পীড়িত জীব জন্তুর সেবা এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েই স্রষ্টার সেবা করা যায়। জীব প্রেমেই রয়েছে ঈশ্বর প্রেমের প্রকৃত পথ।

সৃষ্টিকর্তা, মানুষ তথা জীব জগতের মধ্যেই বিরাজমান। সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য পিপাসা। এ সৌন্দর্য পিপাসা থেকেই ভালোবাসার জন্ম। সবই স্রষ্টা তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে প্রকারান্তরে স্রষ্টাকেই ভালোবাসা হয়। যদিও স্রষ্টাকে আমরা চোখে দেখি না কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বিশালতার মাঝে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই তাকে সেবা করতে হলে তাঁর অপার সৃষ্টি জীবকে যেমন ভালোবাসতে হবে তেমনি সেবাও করতে হবে।

মানুষ তার চারপাশের জীবজগৎ নিয়েই জীবনযাপন করেন। আমাদের চারপাশে যেসব প্রাণী বিরাজ করে তাদের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অনাথ, অসহায়, দুস্থ, বিপদগ্রস্ত মানুষ যেমন ঐশ্বর্যশালী মানুষের সাহয্য প্রত্যাশা করে ঠিক তেমনি জীব-জন্তুমানুষের ভালোবাসা পেতে চায়। জীব-জন্তুকে ভালোবাসলে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয়। উদ্দীপকের উক্তিটিতে শুধু আর্ত মানবতাকেই নয়, পশুপাখির মতো মূক ও অসহায় প্রাণীকেও ভালোবাসতে হবে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

মোদ্দাকথা, স্রষ্টার সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসলেই স্রষ্টাকে ভালোবাসা হয়। তাঁকে সেবা করার নামে অন্য কোন আচার-আচরণ পরিচালনা তথা শুধু ধ্যান করেই তাঁকে খুশি করা যায় না এ কথা আমরা উদ্দীপকে মিল্টনের বাবার বলা মনীষীর উক্তি থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটিতে প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। কুকুরটিকে লেখক অতিথি হিসেবেই তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করার অধিকার দিয়েছে যা প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।